[redacted]

[redacted]

মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগ এর মেহেরপুর জেলা শাখার পূর্নাঙ্গ কমিটির আত্মপ্রকাশ

বাংলাদেশ আওয়ামী মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগ এর মেহেরপুর জেলা শাখার পূর্নাঙ্গ কমিটির আত্মপ্রকাশ করেছে। শুক্রবার মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি তরিকুল ইসলাম রাজিব এর নেতৃত্বে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কমিটির আত্মপ্রকাশ করে।

গত ২২ মার্চ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আসাদুজ্জামান ও সাধারণ মেজবাহ উদ্দিন সাক্ষরিত রাজিবকে সভাপতি ও সোহাগকে সাধারণ সম্পাদক করে ৭১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্নাঙ্গ কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, সিনিয়র সহ সভাপতি রাজু আহমেদ লিটন, সহ সভাপতি শাহাবুল ইসলাম, মিনারুল ইসলাম মিনার, আলি হোসেন, শওকত আলী, আলাউদ্দিন, রিপন মিয়া, যুগ্ম সম্পাদক ইফতেখার হোসেন সবুজ, আবু আলহা বিন হাবিব, ফারুক উদ্দিন তপু, মিরাজুল ইসলাম, সোহেল রানা, সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউকুজ্জমানান তুহিন,

সুজাউদ্দিন সুজন, সাদ্দাম হোসেন, ফরিদুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক সোহানুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক ফয়সাল হাসান, অর্থ বিষয়ক সম্পাদক আলামিন, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক জাব্দুর রহিম, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক বোরহান উদ্দিন, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক কাজী সাজেদুর রহমান, যুব ও ক্রিয়া বিষয়ক সম্পাদক আশিক পারভেজ সেতু,

সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক হাসানুজ্জামান সোহেল, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক সোনিয়া ইসলাম, সমাজ কল্যান বিষয়ক সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ সুমন, তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক মাসুদ রানা, আইন বিষয়ক সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মনিরুল ইসলাম মনি, শিল্প বিষয়ক সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম সাজু, শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক আল-ফাহাদ রুপম, শ্রম ও জনসংখ্যা সম্পাদক ফিরোজ শেখ,

প্রচার ও প্রকাশনা উপ সম্পাদক মেহেদী হাসান, দপ্তর উপ সম্পাদক

ইয়াসিন আলী, সহ সম্পাদক সুজন জোয়ার্দার, ফয়সাল বাশার, রায়হানুল ইসলাম, পিয়ার আলী, জাহিদ হাসান, খুরশিদ আলম, জহিরুল ইসলাম, শেখ গাদ্দফী, সুমন মন্ডল, আজাদ বিশ্বাস, সজীব আহমেদ, জাহিদ হাসান রঞ্জু।

এ ছাড়াও ২৩ জন সদস্য রয়েছে।

মুজিবনগরে জেলা জামায়াতের আমিরসহ ১৩ জন আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে গোপন বৈঠক করার সময় মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমির তাজউদ্দীন খানসহ ১৩ জামায়াত কর্মীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। এদের মধ্যে ৮জন পুরুষ ও ৫ জন নারী কর্মী রয়েছে।
বৃহস্পতিবার সকাল ৭ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর মাদ্রাসার পাশে ফজলুল হক গাজীর বাড়ি থেকে তাদের আটক করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে ৩ টা ককটেল, অসংখ্য জিহাদী বই ও ৫টি মোটর সাইকেল জব্দ করা হয়েছে বলে জানায় পুলিশ।
এছাড়া সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্রমূলক গোপন সভা করার সময় তাদেরকে আটক করা হয়েছে বলে দাবি করেছে পুলিশ।
আটককৃতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর মুসলিমপাড়ার মৃত,আবুল হোসেন খানের ছেলে মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমির তাজউদ্দীন খান(৪৮), দারিয়াপুর কাবারীপাড়ার মৃত সফল উদ্দীনের ছেলে জেলা জামায়াতের সমাজ কল্যান বিষয়ক সম্পাদক জারসিন হুসাইন(৬৭), গৌরিনগর মসজিদ পাড়ার সিরাজুল ইসলামের ছেলে জেলা জামায়াত ইসলামে তালিমুল কুরআন বিভাগের পরিচালক মশিউর রহমান(৬২), বিশ্বনাথপুর দক্ষিনপাড়ার মোজাম্মেল হকের ছেলে মুজিবনগর উপজেলা জামায়াত ইসলামের আমির খানজাহান আলী(৩৫), বিশ্বনাথপুর মালু পাড়ার মৃত,আমানুল হকের ছেলে মুজিবনগর উপজেলা জামায়াত ইসলামের সেক্রেটারী খায়রুল বাশার(৪২), দারিয়াপুর কান্দিপাড়ার চাদ আলীর ছেলে মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতের ইসলাম দাওয়াত বিভাগের সেক্রেটারী ফিরাতুল ইসলাম(৪৫),শিবপুর উত্তরপাড়ার মৃত,ছাবেন উদ্দীন বিশ্বাসের

ছেলে মুজিবনগর উপজেলা জামায়াত ইসলাম আদর্শ শিক্ষক পরিষদের সেক্রেটারী মোশারফ হোসেন(৪৬),শিবপুর মাদ্রাসা পাড়ার মৃত,কিয়ামুদ্দিন গাজীর ছেলে মুজিবনগর উপজেলা জামায়াত ইসলাম শ্রমিক কল্যান বিভাগের সেক্রেটারী ফজলুল হক গাজী।
নারী কর্মীরা হলেন, বিশ্বনাথপুর গ্রামের খাইরুল বাসারের স্ত্রী সাহেরা খাতুন(৩৮), বিশ্বনাথপুর গ্রামের খানজাহান আলীর স্ত্রী মমতাজ বেগম(৩৫), শিবপুর গ্রামের আসাদুল হকের স্ত্রী উম্মে হানি(৩৮), গোপালনগর গ্রামের মোশারফ হোসেন স্ত্রী রোকেয়া খাতুন(৪০),গৌরিনগর মসজিদপাড়ার মশিউর রহমানের স্ত্রী সেলিনা আক্তার(৪৫)।
মুজিবনগর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাসেম জানান, শিবপুর গ্রামের ফজলুল হক ফজু গাজির বাড়িতে গোপন সভা করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালায় মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি দল। সেখান থেকে বাড়ির মালিকসহ ১৩ জনকে আটক করা হয়। এদের মধ্যে জামায়াতের ৫ জন নারী কর্মীও রয়েছেন। তাদের কাছ থেকে ৩টি ককটেল, বিপুল সংখ্যক জিহাদী বই ও ৫টি মোটর সাইকেল উদ্ধার করে জব্দ দেখানো হয়েছে। আটক ১৩ নেতাকর্মীর নামে মামলা দেয়া হয়েছে। বিকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির স্বাধীনতা দিবস পালন

২৬ মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপির পুস্প মাল্য অর্পন করেন।

শুক্রবার সকালে মেহেরপুর শহীদ স্মৃতিসৌধে জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক ফয়েজ মোহাম্মদের নেতৃত্বে বীর শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পুস্প মাল্য অর্পন করেন।

এসময় জেলা বিএনপির সহ সভাপতি ওমর ফারুক লিটন সহ অন্যান্য বিএনপি নেতা এবং জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাজন, জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি, যুবদলের সদস্য খাইরুল, জেলা ছাত্র দলের

সাবেক সহ সভাপতি নাহিদ মাহাবুব সানি, সহ সাধারণ সম্পাদক মিন্টু, সহ সাংগাঠনিক সম্পাদক লিটন সহ যুবদল, ছাত্রদলের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

যত বড় নেতাই শৃঙ্খলা ভঙ্গ করুক কোনো ছাড় নয়: কাদের

দলীয় শৃঙ্খলার বিষয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার হুশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেছেন, শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী যত বড় নেতাই হোক না কেন কোনো ছাড় দেওয়া হবে না।

ওবায়দুল কাদের সোমবার সকালে নওগাঁ জেলার পোরশা উপজেলার সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

তিনি তার সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সম্মেলনে যুক্ত হন।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, শেখ হাসিনা দলীয় শৃঙ্খলার বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর অবস্থানে, শৃঙ্খলা না মানলে যত বড় নেতা বা জনপ্রতিনিধি হোন না কেন, দল কাউকে ছাড় দেবে না।

বিভিন্ন নির্বাচনি প্রচার ও দলীয় কার্যক্রমে বক্তব্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, খেয়ালখুশিমতো কথা বলা এবং অরাজনৈতিক বক্তব্য দল ও সরকারের অর্জনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এমন কথাবার্তায় দলের শৃঙ্খলার বিঘ্নিত হয়।

তিনি আরও বলেন, কারও ব্যক্তিগত অনিয়মের দায় দল বহন করবে না।

ওবায়দুল কাদের জানান, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানমালা শেষে দলের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় দলীয় শৃঙ্খলার বিষয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, দলের দুঃসময়ে এদের কেউ পাশে থাকবে না। প্রক্ষান্তরে

ত্যাগীরাই দলকে আঁকড়ে ধরে থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আছে বলেই পুরো জাতি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালন করতে পারছে বলেও জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক।

কোটচাঁদপুরে বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর থানা ও পৌর বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্টিত হয়েছে।

আজ সোমবার বেলা ১১ টার স্থানীয় কাশিপুর সিরু মিয়ার ইট ভাটা চত্তরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও শান্তির পায়রা উড়িয়ে সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু করা হয়।

উপজেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম মঞ্জু।

সম্মেলনের উদ্বোধক হিসাবে ছিলেন, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাড. এস এম মশিয়ুর রহমান। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাড. এম.এ মজিদ।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক আমিরুজ্জামান খাঁন শিমুল, জেলা বিএনপির যুগ্ন-আহ্বায়ক আব্দুল মালেক, জেলা বিএনপির যুগ্ন-আহ্বায়ক মো: আক্তারুজ্জামান, সদর থানার আহ্বায়ক অ্যাড. কামাল আজাদ পান্নু, ঝিনাইদহ পৌর শাখার আহ্বায়ক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, কোটচাঁদপুর পৌর শাখার আহ্বায়ক এস.কে.এম সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল।

সম্মেলনে থানা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, উপজেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক আব্দুর রাজ্জাক, সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী এবং পৌর কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, পৌর বিএনপির আহ্বায়ক এস.কে.এম সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল। সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

এসময় উপজেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব মিজানুর রহমান খাঁন লাভলু, ও পৌর বিএনপির সদস্য সচিব ফারুক হোসেন খোকন সহ উপজেলা ও পৌর বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের মুজিবনগর সৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ

জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশত বার্ষীকি উপলক্ষে মুজিবনগর সৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে বাংলাদেশ স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দরা।

রবিবার বিকালে চুয়াডাঙ্গা থেকে সরাসরি সড়ক পথে মুজিবনগর এসে বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি নির্মল রন্জন গুহ’র নেতৃত্বে এ পুষ্পামাল্য অর্পণ করা হয়।

এ সময় বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক একেএম আফজালুর রহমান, সহ সভাপতি নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, সৈয়দ নাসির উদ্দীন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল হাসান জুয়েল, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল সায়েম, দপ্তর সম্পাদক আজিজুল হক আজিজ, সদস্য আদনান সুমন,
মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আরিফুল এনাম বকুল, মুজিবনগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি বেলাল হাসান বিপ্লাব, সহ সভাপতি মতিউর রহমান মতিন, সাধারণ সম্পাদক শাহ্ আরিফ হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দরা মুজিবনগর পৌছালে মুজিবনগর

উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীরা তাদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

মওদুদ আহমদ আর নেই

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় সিঙ্গাপুরে মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

বিএনপির চেয়ারপারসনের প্রেস উইংয়ের সদস্য শায়রুল কবির খান তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

এর আগে গত ২ ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুরে মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে ভর্তি হন মওদুদ। এরপর ১০ মার্চ সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) নেয়া হয়।

সে সময় মওদুদের একান্ত সহকারী মমিনুর রহমান সুজন বলেছিলেন, ‘স্যারের ফুসফুসে গত ১২ দিন ধরে পানি জমা হচ্ছে, যার কারণে ফুসফুসে অক্সিজেন গ্রহণক্ষমতা একেবারেই কমে গেছে। পাশাপাশি উনার কিডনি জটিলতাও দেখা দিয়েছে।’

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও সাবেক উপ-রাষ্ট্রপতি। তিনি বিএনপি ও জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। ২০০১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ৪ দলীয় জোট সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ছিলেন।

১৯৪০ সালের ২৪ মে নোয়াখালী জেলার কোম্পানিগঞ্জ উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন মওদুদ আহমদ। তার বাবা মাওলানা মমতাজ উদ্দিন আহমদ এবং মা বেগম আম্বিয়া খাতুন। ছয় ভাইবোনের মধ্যে চতুর্থ মওদুদ।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মিছিলে যোগ দিয়ে পুলিশি নির্যাতনের পর মওদুদ আহমদের ঠাঁই হয়েছিল কারাগারে। এই ঘটনা মনের অজান্তেই

তাকে করে তোলে রাজনীতি সচেতন। ঢাকা কলেজ ছাত্রসংসদের আপ্যায়ন সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় অ্যাডভোকেট ফরমান উল্লাহ খান প্রতিষ্ঠিত খেলাফত রব্বানীর ছাত্র সংগঠন ছাত্রশক্তির নেতা ছিলেন।

পেশাজীবী হিসেবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুর আইনজীবী, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, মানবাধিকার আইনজীবী হিসেবে নানা ভূমিকায় নিজেকে রেখেছিলেন রাজনীতির কক্ষপথেই। বিএনপি আর জাতীয় পার্টি গঠনে পালন করেন মুখ্য ভূমিকা। কারাভোগ করেছেন পাকিস্তান আমল, বঙ্গবন্ধু, এরশাদ, ওয়ান ইলেভেন ও মহাজোট সরকারের আমলে।

শিক্ষাজীবনে মওদুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মান পাস করে ব্রিটেনের লন্ডনের লিঙ্কন্স্ ইন থেকে অর্জন করেন বার-অ্যাট-ল। দেশে ফিরে হাইকোর্টে ওকালতির একপর্যায়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শামিল হয়েছিলেন আইনি লড়াইয়ে।

বঙ্গবন্ধুর পক্ষে আইনি লড়াই করতে খ্যাতনামা ব্রিটিশ আইনজীবী স্যার টমাস উইলিয়ামস কিউসিকে বাংলাদেশে আনতে রেখেছিলেন ভূমিকা। ১৯৭১-এ ইয়াহিয়া খান আহূত গোলটেবিল বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের সময় সংগঠকের ভূমিকা ছাড়াও ব্যারিস্টার মওদুদকে পোস্টমাস্টার জেনারেল নিয়োগ করে মুজিবনগর সরকার। স্বাধীন বাংলাদেশের শুরুর দিকেও তাকে কারাভোগ করতে হয়েছে।

মওদুদ আহমদ পল্লীকবি জসীম উদ্দীনের জামাতা।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক কমিটির সভা

বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা শাখা এর আহবায়ক কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকাল ৫টার সময় চুয়াডাঙ্গা বড়বাজার সংলগ্ন সাহেদ প্যালেস কনফারেন্স

রুমে এই পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক জুয়েল রানার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আসাদুল হক বিশ্বাস সিনিয়র সহ-সভাপতি চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগ ও চেয়ারম্যান চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পরিষদ। তিনি বলেন বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ভিতরে উন্নয়নের রোল মডেল। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হওয়ায় তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন বাংলাদেশ এখন আর কারো কাছ থেকে কোন প্রকার সাহায্য নেয় না কারো কাছে মাথা নত করে না।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন আব্দুল মালেক সাংগঠনিক সম্পাদক চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগ, অ্যাডভোকেট শফিকুল ইসলাম শফি সাবেক যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগ, মতিয়ার রহমান মতি যুগ্ম-আহবায়ক চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ, শরিফুল ইসলাম রিফাত যুগ্ম-আহবায়ক চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জানিফ, ইমরান আহমেদ যুগ্ম-আহবায়ক-২ চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত নেতাকর্মীরা।

জামাত-বিএনপি’রা দেশের উন্নয়ন সহ্য করতে পারছে না- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

এফ এফ রুপক:

জামাত-বিএনপিরা বর্তমান সরকারের উন্নয়ন সহ্য করতে পারেনা। তারা সবকিছুতেই সমালোচনা করে। বাংলাদেশে করোনার প্রাদুর্ভাব যখন থেকে শুরু হয়েছে তখন সমালোচনা করেছে, জননেত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষন নেতৃত্বে করোনা মোকাবেলায় বাংলাদেশ যখন অন্য দেশের তুলনায় সফল তখনও সমালোচনা করেছে। বিশ্বের বড় বড় দেশকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ যখন করোনার ভ্যাকসিন পেলো এবং জনগন সেই ভ্যাকসিন

মমিন, আমদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, বুড়িপোাত ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি শাহজামান, যুব মহিলালীগের সভানেত্রি সামিউন বশিরা পলি, জেলা তাতীলীগের আহবায়ক নুর ইসলাম সুবাদ আলী, সদস্য সচিব জুয়েল রানাসহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের নেতাকর্মিরা।